মুল্যহীন জীবন

প্রতিদিন সকালে যখন ইন্টারনেটে পত্রিকার পাতা খুলি প্রথমেই দেখি বাংলাদেশের খবর । কেমন আছে আমার দেশ আর দেশের মানুষ? তারপর তাকাই বিশ্বের দিকে। পত্রিকা খুলি খুবি ভীরু মন নিয়ে আর বন্ধ করি ভারাক্রান্ত হৃদয়ে। একটা গান ছিল রফিকুল আলমের গাওয়া, 'একটি খেলা চলছে হরদম, একদিকে নিরন্ন মানুষ-আর একদিকে এটম / খেলা চলছে হরদম'। মঙ্গায় মারা যাচ্ছেন মানুষ!!! ***ক্ষিধেয় না খেতে পেয়ে মানুষ মারা যাচ্ছেন আজকের সভ্য পৃথিবীতে!!!*** আমরা নিজেদের যারা সভ্য-ভব্য, উন্নতির জোয়ারে উথলে পড়া ভাবছি সে দেশেই হচ্ছে এ খেলা। রিলিফ নিয়ে চলছে নাটক। রাজার হস্ত করছে কাঙ্গালের ধন চুরি। ৯ই নভেম্বরের 'জনকন্ঠ' এ লিখা আছে **'খয়রাতি চাল বেচে ত্রান উপমন্ত্রী কিনে দিলেন নেতা কর্মীদের ঈদ উপহার'** ঠিক তার উপরেই হেডিং আছে 'দারিদ্র্য বিমোচনে সর্ব্বোচ্চ গুরুত্ব' সার্ক সম্মেলনের এজেনডা। হায় সেলুকাস কি বিচিত্র এই দেশ। মানুষ মারা যাচ্ছে যাক, ওগুলোতো গরীব মানুষ থাকলেই কি আর না থাকলেই কি? সার্ক তার চেয়ে অনেক বেশী ইম্পর্ট্যান্ট। ফাইভস্টার হোটেলে বসে নানারকম খাদ্যসামগ্রী সমবিহারে দারিদ্র বিমোচন আলোচনা। গরীবদেরতো আর সাধ্য নেই সপরিবারে মক্কা গিয়ে উমরাহ করে আসার তাই তাদের প্রতি সৃস্টিকর্তা স্বয়ং নিষ্টুর। অফিসে এসে প্রথমেই চা নিয়ে কমপিউটার অন করে পেপারে এক পলক চোখ বুলানো প্রতিদিনকার অভ্যাস, তারপর সারাদিনের অফিসের কাজকর্ম। সারাদিন যে টেকনলোজী অফিসে ব্যবহার করি, যে পরিবেশে থাকি তাতে মাঝে মাঝে বেশ ছোটোবেলায় পড়া সৈয়দ মুজতবা আলির একটা ছোট গল্পের কথা মনে হয়। গল্পের নামটি আজ আর এই মুহুর্তে মনে পড়ছে না তবে গল্পের থীমটি মনে পড়ছে। গল্পটি ছিল অনেকটা এরকম : এক স্কুলে এক পন্ডিতমশায় পড়াতেন, পন্ডিতমশায় বেতন পেতেন এক টাকা, তার সংসারে পোষ্য ছিলেন আটজন। সেখানে এক ইংরেজ ইনস্পেকটর সাহেব একদিন স্কুল পরিদর্শনে আসলেন যার তিন ঠ্যাং এর একটা কুকুর ছিল। কুকুরের জন্য সাহেবের মাসে ভাতা পেতেন তিন টাকা। পরিদর্শন শেষে ইনস্পেকটর সাহেব চলে গেলে পন্ডিতমশায় তার ছাত্রদের অঙ্ক কষতে দিলেন তিন ঠ্যাং এর কুকুরের মাসিক ভাতা তিন টাকা আর আট সদস্য বিশিষ্ট পন্ডিতমশায়ের মাসিক ভাতা একটাকা হলে পন্ডিতমশায়ের পরিবার সাহেবের কুকুরের কটি ঠ্যাঙ্গের সমান?

জীবনের বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে দেশ আর বিদেশের চলমান ঘুর্নির সারাদিনের কাজের ফাকে বহুবার এ গল্পটির কথা মনে পড়ে। অফিসে চোখের যাতে সমস্যা না হয় তাই চেয়ার থেকে মনিটরের দুরত্ব অফিসের স্বাস্থ্য বিভাগের লোক এসে মেপে দিয়ে যান। কারো চোখের যদি সমস্যা থাকে তার জন্য আলাদা মনিটরের ব্যবস্থা করা হয়। কিভাবে কত দুরে বসলে, চেয়ারের উচ্চতা টেবলের সাথে কতটুকু থাকলে পিঠে ব্যাথা হবে না সেটাও মেপে দিয়ে যান তারা। শুধু সব সেট করে দিয়েই তারা দায়িত্ব শেষ করেন না প্রায়ই আসেন খোজ নিতে সব ঠিক আছে কিনা দেখতে। কারণ এধরনের কোন সমস্যার জন্য কেউ অসুস্থ হলে কোম্পানীকে সারা জীবন (যতদিন কমর্চারী অসুস্থ থাকবে) তার বেতন ভাতা দিয়ে যেতে হবে। এটি এখানকার সরকারী আইন। যারা পশিচম ইউরোপের দেশ সম্পর্কে একটু খবর রাখেন তাদের কাছে এখানকার মানবাধিকার, নাগরিধিকার আইনগুলো অবশ্যই জানা।

বাংলাদেশ আর নেদারল্যান্ডস একই সৌরজগতের একই গ্রহ পৃথিবীতে অবস্থিত কিন্তু জীবন যাত্রার মানের কতো তফাত। একদেশে মানুষ না খেয়ে মারা যাচ্ছেন আর সম্ভবত ১০,০০০ কিঃমিঃ দুরত্বের এই পশ্চিমা দেশে চলে ভালো থেকে আরোও কতো ভালো থাকা যায় তার প্র্যাকটিস। এদেশের মন্ত্রী অফিসে আসেন সাইকেল চালিয়ে যানজট এড়ানোর জন্য, সময়মতো অফিসে পৌছাতে হবে আর অন্যখানে পতাকা উড়িয়ে গাড়ির বহরের জন্য যানজট তৈরী হয়। এখানে সাধারণ নাগরিকদের প্রাকৃতিক দুর্যোগ, কৃত্রিম দুর্যোগ থেকে বাচানোর জন্য কত ধরনের প্রকল্পই না নেয়া হয় এবং সেগুলো বারবার প্র্যাকটিসওকরানো হয়। বাচ্চাদেরকে স্কুলে শেখানো হয় জরুরী বিপদে ১১২ (হেল্পলাইন)কে কি করে ডাকবে, বিপদ সঙ্কেত এলার্ম প্র্যাকটিস করানো হয় সব্বাইকে, বিপদের এ্যলার্ম বাজলে সাধারণের কি করনীয়। আমাদের দেশে কখনো যদি জনসাধারণের জন্য কোন প্রকল্প নেয়াও হয় তা একটা গন্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, সর্ব সাধারণের মধ্যে তার উপযোগিতার ধারণা বা উপকারিতা পৌছানোতেও কেউ গা করেন না। কিছু ব্যাতিক্রম আছে কিন্তু আমি এখন ব্যতিক্রমের কথা বলছি না। আমাদের দেশেও যে এখন হেল্পলাইন চালু হয়েছে সেটা কজন জানেন? কবার টিভিতে বিজ্ঞাপন আসে কি করে হেল্পলাইন ব্যবহার করতে হবে তা নিয়ে? কটা স্কুলে শেখানো হয় হেল্পলাইনের ব্যবহার? আমরা কজন জানি হঠাৎ একটা ভুমিকম্প হলে আমাদের কি করতে হবে? কিংবা হঠাৎ বোমা হামলা হলে?

আমাদের এক ইংরেজ প্রতিবেশি আছেন যার দুটো কুকুর আছে। ইংরেজদের কুকুর প্রীতির কথা সব্বারি জানা। তিনি প্রতিদিন কুকুরকে গোসল করানো, বেরাতে নিয়ে যাওয়া, খাওয়া-দাওয়াসহ যে পরিমান যত্ন করেন অনেক মানব শিশুরও স্থান বিশেষে তা ভাগ্যে হয় না। প্রায়ই তিনি তার বি,এম,ডবলু গাড়িতে কুকুর দুটোকে নিয়ে বেড়াতে বেরোন। আমার স্বামী এটা দেখলে মজা করে বলেন 'বাংলাদেশে মানুষ না হয়ে যদি ইউরোপে কুকুর হয়ে জন্মাতাম তাহলে আজ বি, এম, ডবলু চড়ে বেরাতে পারতাম'। কুকুর যদি একবেলা না খায় সাথে সাথে ডাক্তার, এম্বুলেন্স দরজায় রেডী থাকে। তার চেয়ে বড় মজার কথা হলো এখানে বাচ্চা জন্ম নিলে সরকার চাইলড ওয়েল ফেয়ার মানী দেয় আর কুকুর কেউ পালতে চাইলে তাকে তাকে প্রতি তিন মাসে ৫০ ইউরো যা বাংলাদেশী টাকায় প্রায় ৩৮০০ টাকা সরকারকে কর দিতে হয়!! আর যখন পেপার এ পড়ি মঙ্গায় না খেতে পেয়ে মানুষের মারা যাওয়ার কথা, বিলডিং ধসে পড়লে যন্ত্রপাতির অভাবে বিলডিং এর নিচের উদ্বার কাজের ধীর গতির কথা, যার কারণে আরো কিছু অমুল্য প্রাণ চলে গেলো। তখন সত্যি ভাবি পন্ডিতমশায়ের গল্পের কথা আর আমার স্বামীর ঠাট্টার কথা। আজব পৃথিবী কোথাও কোথাও পশুপাখি যা যত্ন পায় তা অনেক জায়গায় মানুষের ভাগ্যেও হয় না। ধসে পড়ল অননুমোদিত ইমারত সাভারে মারা গেলেন শতাধিক মানুষ। লঞ্চ ডুবে গেল তিনদিনে দুটি। তাতেও শত শত মানুষ নিহত হলেন। সাভারে এবং লঞ্চডুবিতেও শোনা গেলো যন্ত্রপাতির অভাবে উদ্বার কাজের বাধার কথা। যার কারণে আরো কিছু অমুল্য প্রাণ ঝরে গেল। ভুমিকম্পে হাজার হাজার মানূষ খোলা আকাশের নীচে মারা যাচ্ছেন, জীবন এতো সস্তা? হয়তো কেউ কেউ বলবেন, আল্লাহর মাল আল্লাহয় নিয়ে গেলে মানুষ আর কি করবে?

ছোটবেলায় পড়া ম্যলথাসের থিয়োরীর কথা মনে হয়। 'যখন দরিদ্র দেশের জনসংখ্যা অনেক বেড়ে যায় তখন প্রকৃতি তা নিয়ন্ত্রন করে নিজের নিয়মে'। সেই নিয়ম অনুযায়ী প্রতি বছর প্রকৃতি তো বন্যা,খরা সহ নানারকম প্রাকৃতিক দুর্যোগ দিয়ে লক্ষ লক্ষ প্রাণ

সংহার করছেই। তার উপর মানুষের অসাধুতা, লোভ আর গাফিলতির কারণে যেসব প্রাণগুলো ঝরে যায় তা মেনে নেওয়া আজকের এই টেকনোলজীর যুগে সত্যি কষ্টকর। কোন এক কারণে আমার কিছু পারিবারিক ছবি আমার সহকর্মিদের দেখাতে হয়েছিল। আমার সহকর্মিরা ছবি দেখে মন্তব্য করলেন তুমি ত খুব গরীব পরিবার থেকে আসোনি। সেই আলোচনার সুত্র ধরেই বললেন যখন অন্য মানুষ বা ছোট ছোট বাচ্চারা রাস্তার ধারে না খেয়ে শুয়ে থাকে তখন কি করে তোমরা খেয়ে দেয়ে বিছানায় ঘুমাতে পারো? তারাওত ঠিক তোমারি মত মানুষ। আমি অনেক ভেবে উত্তর দিলাম যে, খারাপ আমাদেরও অবশ্যই লাগে কিন্তু আমরা ছোটবেলা থেকে এটা দেখে দেখে অভ্যস্ত হয়ে গেছি তাই তোমাদের মতো এতটা প্রকটভাবে হয়তো আর এটা আমাদের চোখে এতো অস্বাভাবিক লাগে না। আজ মনে হচ্ছে প্রতিনিয়ত সড়ক দুর্ঘটনা,লঞ্চডুবি, গামের্ন্টসে অগ্নিকান্ড, ট্রেন দুর্ঘটনা, ব্রীজ ধসে পড়া, বন্যা, জলোচ্ছাস, চাদার জন্য খুন, ছাত্রের হাত শিক্ষক খুন, বোমা ফাটানো, মঙ্গা ইত্যাদিতে সমস্ত জাতি এত বেশী অভ্যস্ত হয়ে গেছে যে আজ আর কোন অস্বাভাবিক মৃত্যুই আর অস্বাভাবিক লাগে না। পেপার খুলে রোজ এধরনের খবর পড়া আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের একটা অংগ বলে মেনে নিয়েছি। মাঝে মাঝে আমার নিজের মনেই প্রশ্ন জাগে যে ইউরোপ, এমেরিকা আর বাংলাদেশ তথা দক্ষিন পুব এশিয়ার দেশগুলো কি একই গ্রহে অবস্থান করে? গল্পের সেই পন্ডিতমশায়ের মত জানতে ইচ্ছে করে বাংলাদেশের মানুষের জীবনের দাম কত?

তানবীরা তালুকদার
১০।১১।০৫